



9036 - তারাবীর নামায়ের রাকাত সংখ্যা

প্রশ্ন

আমি প্রশ্নটি আগতে করেছিলাম। আশা করি এর উত্তর দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন। কারণ এর আগে আমি সন্তোষজনক জবাব পাইনি। প্রশ্নটি তারাবীর নামায় সম্পর্কে। তারাবীর নামায় কি ১১ রাকাত, নাকি ২০ রাকাত? সুন্নাহ অনুযায়ী তো তারাবীর নামায় ১১ রাকাত। শাইখ আলবানী রহমিহুল্লাহ “আলক্বয়াম ওয়াত তারাউয়ীহ” বইতে বলছেন তারাবী নামায় ১১ রাকাত। এখন কিছু মানুষ সসেব মসজিদে নামায় পড়নে যখনে ১১ রাকাত তারাবী পড়া হয়। আবার কিছু মানুষ সসেব মসজিদে নামায় পড়নে যখনে ২০ রাকাত তারাবী পড়া হয়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটা সংবদনশীল মাসয়ালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যনি ১১ রাকাত তারাবী পড়নে তনি ২০ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎসনা করেন। আবার যনি ২০ রাকাত তারাবী পড়নে তনি ১১ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎসনা করেন। এটা নিয়ে একটা ফতিনা (গোলযোগ) সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মসজিদে হারামেও ২০ রাকাত তারাবী পড়া হয়। তাহলে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সুন্নাহর বপিরীত আমল হচ্চে কনে? কনে তাঁরা মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ২০ রাকাত তারাবী নামায় আদায় করেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেদরে ইজতহিদনরিভর মাসয়ালাগুলো নিয়ে কোন মুসলমিরে সংবদনশীল আচরণ করাকে আমরা সমীচীন মনে করিনি। যে আচরণে কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভিদে ও ফতিনা সৃষ্টি হয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রহমিহুল্লাহকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় যনি ইমামের সাথে ১০ রাকাত তারাবী নামায় পড়ে বতিরিরে নামায়ের অপক্ষেয় বসে থাকনে, ইমামের সাথে অবশষ্টি তারাবী নামায় পড়নে না, তখন তনি বলেন:

“এটি খুবই দুঃখজনক যে, আমরা মুসলমি উম্মাহর মধ্যে এমন একটাদিল দেখে যারা ভিন্ন মতেরে সুযোগ আছে এমন বিষয় নিয়ে বিভিদে সৃষ্টি করেন। এই ভিন্ন মতকে তারা অন্তরগুলোর বচ্ছদেদেরে কারণ বানিয়ে ফলেনে। সাহাবীদের সময়েও এই উম্মতেরে মাঝে মতভদে ছিলি, কনিত্তু তা সত্বেও তাঁদেরে অন্তরগুলো ছিলি ঐক্যবদ্ধ। তাই দ্বীনদারদেরে কর্তব্য, বিশেষভাবে যুব-সমাজেরে কর্তব্য হচ্চে- ঐক্যবদ্ধ থাকা। কারণ শত্রুরা তাদেরকে নানারকম ফাঁদে ফলোনেরে জন্য় ওঁত পতে বসে আছে।”[আশ-শারহুল মুমত (৪২২৫)]

এই মাসয়ালার ব্যাপারে দুই পক্ষই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। প্রথম পক্ষেরে লোকেরো যারা ১১ রাকাতেরে বেশি তারাবী



পড়নে তাদরে আমলককে একবোরো অস্বীকার করে এ আমলককে বদিআত আখ্বায়তি করনে। আর দ্বিতীয় পক্ষরে লোকরো যারা শুধু ১১ রাকাতে সীমাবদ্ধ থাকনে তাদরে আমলককে অস্বীকার করে বলনে: তারা ইজমা' এর খলোফ করছে।

চলুন আমরা এ ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীন রহমিহুল্লাহ এর উপদশে শুনি, বলনে:

“এ ক্ষত্রে আমরা বলব: বাড়াবাড়ি বা শথিলিতা কোনটাই উচতি নয়। কটে কটে আছনে সুননাহ্ তে বর্ণতি সংখ্যা মানার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করনে এবং বলনে: সুননাহ্ তে যে সংখ্যার বর্ণনা এসছে তা থেকে বাড়ানো নাজায়যে। যে ব্যক্তি সবে সংখ্যার বেশী তারাবী পড়ে তার কঠোর বরোধতি করনে এবং বলনে যে, সে গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারী।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যবে ভুল এতে কোন সন্দহে নহে। কভিবে সে ব্যক্তি গুনাহগার বা সীমালঙ্ঘনকারী হবে যখনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকো রাতরে সালাত (কিয়ামুল লাইল) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলছেলিনে: “দুই রাকাত দুই রাকাত।” তিনি তো কোন সংখ্যা নরিদ্ষিট করে দেননি। এ কথা সবারই জানা আছে যে, যাই সাহাবী রাতরে সালাত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করছেলিনে, তিনি রাতরে নামায়রে সংখ্যা জানতনে না। কারণ যনি সালাতরে পদ্ধতি জাননে না, রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে তার না-জানবারই কথা। আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবেকও ছিলনে না যে আমরা এ কথা বলব- তিনি রাসূলের বাসার ভতিররে আমল কিসটো জানতনে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবীকে কোন সংখ্যা নরিদ্ষিট করে দেননি, শুধু সালাতরে পদ্ধতি বর্ণনা করছেনে, এতে জানা গেলে যে, এ বিষয়টি উন্মুক্ত। সুতরাং যে কটে ইচ্ছা করলে ১০০ রাকাত তারাবীর নামায় ও ১ রাকাত বতিরি নামায় আদায় করতে পারনে।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বাণী :

صلوا كما رأيتموني أصلي

“তোমরা আমাকে যভেবে সালাত আদায় করতে দেখলে সভেবে সালাত আদায় কর।”

এই হাদিসটির বধিান সাধারণ নয়; এমনকি এ মতাবলম্বীদের নকিটও নয়। তাই তো তারা কোন ব্যক্তির উপর একবার ৫ রাকাত, একবার ৭ রাকাত, অন্যবার ৯ রাকাত বতিরি আদায় করা ওয়াজবি বলনে না। আমরা যদি এ হাদিসকে সাধারণভাবে গ্রহণ করি তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যে বতিরিরে নামায় কোনবার ৫ রাকাত, কোনবার ৭ রাকাত এবং কোনবার ৯ রাকাত আদায় করা ওয়াজবি। বরং “তোমরা আমাকে যভেবে সালাত আদায় করতে দেখলে সভেবে সালাত আদায় কর”-এ হাদিস দ্বারা সালাত আদায়রে পদ্ধতি বুঝানো উদ্দেশ্য; সালাতরে রাকাত সংখ্যা নয়। তবে রাকাত সংখ্যা নরিদ্ষিট করে এমন অন্য কোন দলীল পাওয়া গেলে সটো ভিন্ন কথা।

যাই হোক, যে বিষয়ে শরয়িতে প্রশস্ততা আছে সে বিষয়ে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা উচতি নয়। ব্যাপারটি এ পর্যন্ত



গড়িয়েছে, যে, আমরা দেখেছি কিছু ভাই এ বিষয়টি নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করেন যে, যসেব ইমাম ১১ রাকাতরে বেশি তারাবী নামায পড়নে এরা তাদের উপর বদিআতরে অপবাদ দনে এবং (১১ রাকাতরে পর) মসজদি ত্যাগ করেন। এতে করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণতি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি বলছেন: “ইমাম নামায শেষে করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কয়ামুল লাইল (রাতরে নামায) পড়বে তার জন্য সম্পূর্ণ রাত্রে নামায পড়ার সওয়াব লখো হবে।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন তরিমযি (৮০৬) এবং ‘সহীহুত তরিমযি গ্রন্থে (৬৪৬) আলবানী হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেন] এ শ্রণীর লোকদের মধ্যে অনেকে ১০ রাকাত বতির আদায় করে বসে থাকে; ফলে কাতার ভঙগ হয়। আবার কখনও তারা কথাবার্তা বলে; যার ফলে মুসল্লদের সালাতে অসুবিধা হয়।

আমরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহে পোষণ করছি না যে তাঁরা ভাল চাচ্ছেন এবং এক্ষত্রে তাঁরা মুজতাহদি; কিন্তু সব মুজতাহদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনে না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটি প্রথম পক্ষের সম্পূর্ণ বপিরীত। যারা ১১ রাকাতরে মধ্যে তারাবীকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান— এরা তাদের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, তুমি ইজমা থেকে বের হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলছেন: "আর যে তার কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুম্নিদরে পথের বপিরীত পথ অনুসরণ করে আমিতাকে সর্দেকি পরচিলতি করব যে দকি সে অভিমুখী হয় এবং আমিতাকে প্রবশে করাব জাহান্নামে। আর তা কতই না খারাপ প্রবর্ত্যাবর্তন।" [সূরা আন-নসি, ৪:১১৫]

তারা বলেন যে, আপনার আগে যারা অতবাহতি হয়েছেন তাঁরা শুধু ২৩ রাকাত তারাবীই জানতনে। এরপর তারা বপিক্ষবাদীদের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। এটাও ভুল। [আশশারহুল মুমত (৩/৭৩-৭৫)]

যারা ৮ রাকাতরে বেশি তারাবীর নামায পড়া নাজায়যে মনে করেন তারা যে দলীল দনে সটো হলো আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান এর হাদিস যাতে তিনি আয়শো (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে প্রশ্ন করছিলেন: “রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কমনে ছিল? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানে বা রমজানের বাইরে ১১ রাকাতরে বেশি আদায় করতনে না। তিনি ৪ রাকাত সালাত আদায় করতনে- এর সটোন্দর্য ও দরৈঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবনে না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তিনি আরো ৪ রাকাত সালাত আদায় করতনে-এর সটোন্দর্য ও দরৈঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবনে না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তিনি ৩ রাকাত সালাত আদায় করতনে। আমি বলতাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বতির পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাবনে?” তিনি বলতনে: “হে আয়শো! আমার চোখ দুটি ঘুমালেও অন্তর ঘুমায় না।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (১৯০৯) ও ইমাম মুসলিম (৭৩৮)]

তারা বলেন: এই হাদিসটি নির্দশে করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ও রমজানের বাইরে রাতরে বলো নিয়মতি এভাবেই সালাত আদায় করতনে। আলমেগণ এ হাদিস দিয়ে দলীলের বপিক্ষে বলেন যে, এই হাদিসটি রাসূল



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সাব্যস্ত করছে। কিন্তু কোন আমল দ্বারা তো ওয়াজবি সাব্যস্ত করা যায় না।

আর রাতের সালাত (এর মধ্যে তারাবীর নামাযও শামলি) যে কোন সংখ্যার মধ্যে সুনর্দিষ্ট নয় এ ব্যাপারে বর্ণিত স্পষ্ট দলীলগুলোর মধ্যে একটি হলো ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস- “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “রাতের সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে তবে তিনি যেন আরো এক রাকাত নামায পড়ে নেন। যাতে করে এ রাকাতটি পূর্বে আদায়কৃত সংখ্যাকে বতিরি (বজেড) করে দেয়।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন, ইমাম বুখারী (৯৪৬) ও ইমাম মুসলিম (৭৪৯)]

বভিন্ন গ্রহণযোগ্য ফকিবহী মাজহাবের আলমেগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিস্কার হয় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। ১১ রাকাতের অধিক রাকাত তারাবী পড়তে দোষের কিছু নাই।

হানাফী মাজহাবের আলমে ইমাম আস্‌সারখাসী বলেন: “আমাদের মতে বতিরি ছাড়া তারাবী ২০ রাকাত।” [আল্‌মাবসুত (২/১৪৫)]

ইবনে ক্বুদামাহ বলেন: “আবু-আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কাছে পছন্দনীয় মত হলো তারাবী ২০ রাকাত। এই মতে আরো রয়েছেন ইমাম ছাওরী, ইমাম আবু-হানীফা ও ইমাম শাফয়ী। আর ইমাম মালকে বলছেন: “তারাবী ৩৬ রাকাত।” [আলমুগনী (১/৪৫৭)]

ইমাম নববী বলছেন:

“আলমেগণের ইজমা অনুযায়ী তারাবীর সালাত পড়া সুননত। আর আমাদের মাজহাব হচ্ছে- তারাবীর নামায ১০ সালামে ২০ রাকাত। একাকী পড়াও জায়যে, জামাতের সাথে পড়াও জায়যে।” [আলমাজমু (৪/৩১)]

এই হচ্ছে তারাবী নামাযের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে চার মাজহাবের অভিমত। তাঁদের সবাই ১১ রাকাতের বেশী পড়ার ব্যাপারে বলছেন। সম্ভবত যে কারণে তাঁরা ১১ রাকাতের বেশী পড়ার কথা বলছেন সটো হলো:

১. তাঁরা দেখেছেন যে, আয়শো (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদিসি নর্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে না।

২. পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবয়ীগণের অনেকে কাছ থেকে ১১ রাকাতের বেশী তারাবী পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। [আল-মুগনী (২/৬০৪) ও আল-মাজমু (৪/৩২)]

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ১১ রাকাত সালাত আদায় করতেন তা এত দীর্ঘ করতেন যে এতে পুরো রাত লগে যেত। এমনও ঘটছে এক রাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করতে করতে ফজর হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষে করছিলেন। এমনকি সাহাবীগণ সহেরী খতে না-পারার আশঙ্কা



করছিলেন। সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছিন্দে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং এটা তাঁদের কাছে দীর্ঘ মনে হত না। কিন্তু আলমেগণ খয়োল করলেনে ইমাম যদি এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করনে তবে মুসল্লদিরে জন্য তা কষ্টকর হবে। যা তাদেরকে তারাবীর নামায থেকে বমিখ করতে পারে। তাই তাঁরা তলোওয়াত সংক্ষপ্ত করে রাকাত সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষমত দলিনে।

সার কথা হলো- যনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বরণতি পদ্ধততি ১১ রাকাত সালাত পড়নে সটো ভাল এবং এতে সুন্নাহ পালন হয়। আর যনি তলোওয়াত সংক্ষপ্ত করে রাকাতরে সংখ্যা বাড়িয়ে পড়নে সটোও ভাল। যনি এই দুইটির কোন একটুকরনে তাঁকে নিন্দা করার কিছু নহে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়াহ বলছেন:

“যনি ইমাম আবু হানীফা শাফয়ী ও আহমাদরে মাজহাব অনুসারে ২০ রাকাত তারাবী সালাত আদায় করল অথবা ইমাম মালকেরে মাজহাব অনুসারে ৩৬ রাকাত তারাবী আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাকাত তারাবী আদায় করল প্রত্যকেই ভাল আমল করল। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নর্দিশেনা না থাকার কারণে ইমাম আহমাদ এ মতই পোষণ করতেন। তাই তলোওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষপ্ত করার অনুপাত অনুযায়ী রাকাত সংখ্যা বেশি বা কম হবে।”[আল-ইখতয়ীরাত, পৃষ্ঠা- ৬৪]

আস-সুয়ুতী বলছেন:

“রমজানে ক্বয়াম তথা রাতরে নামায আদায় করার আদশে দিয়ে ও এ ব্যাপারে উৎসাহতি করে অনকে সহীহ ও হাসান হাদসি বরণতি হয়ছে। এক্ষত্রে কোন সংখ্যাকে সুনর্দিশিট করা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাত তারাবী পড়ছেন বলে সাব্যস্ত হয়নি। বরং তনি রাত্রে সালাত আদায় করছেন। কিন্তু কত রাকাত আদায় করছেন এই সংখ্যা উল্লেখতি হয়নি। এরপর ৪র্থ রাত্রে দেরি করলেনে এই আশঙ্কায় যে তারাবীর সালাত তাঁদের উপর ফরয করে দেয়ো হতে পারে, পরে তাঁর উম্মত তা পালন করতে অসমর্থ হবনে।”

ইবনে হাজার হইসামী বলছেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বরণনা পাওয়া যায়নি। আর এই ব্যাপারে যা বরণতি হয়ছে- “তনি ২০ রাকাত সালাত আদায় করতেন; তা অত্বন্ত জয়ীফ (দুবল)।”[আলমাওসুআহ আল-ফকিবহয়িয়াহ (২৭/১৪২-১৪৫)]

অতএব প্রশ্নকারী ভাই, আপনি তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে অবাক হবনে না। কারণ এর আগে ইমামগণ প্রজন্মরে পর প্রজন্ম তা পালন করছেন। আর তাঁদের সবার মধ্যই কল্যাণ রয়ছে।



আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।